মঞ্জুরী নং-২৩

২৭-স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

মধ্যমেয়াদি ব্যয়

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
অনুন্নয়ন	4676,00,00	4994,12,78	5413,52,41
উন্নয়ন	3472,92,00	4241,87,22	5069,47,59
মোট	8148,92,00	9,236,00,00	10,483,00,00

১. মিশন স্টেটমেন্ট ও প্রধান কার্যাবলি

১.১ মিশন স্টেটমেন্ট

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতে উন্নয়নের মাধ্যমে সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা।

১.২ প্রধান কার্যাবলি

(ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান এবং জনগণের প্রত্যাশিত সেবার পরিধি সম্প্রসারণ;

(গ) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সুবিধাদিসহ জনস্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ এবং বিভিন্ন সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ ও প্রতিকার;

(ঘ) মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন এবং আমদানি ও রপ্তানিযোগ্য ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণ;

(ঙ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা শিক্ষা, নার্সিং শিক্ষা, জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যাবলি;

(চ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সংক্রান্ত স্থাপনা, সেবা ইন্সটিটিউট ও কলেজ নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও সম্প্রসারণ;

(ছ) শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা, সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি, বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এবং পুষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন;

(জ) স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি।

২. কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
১. মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন	• সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম (ডি.এস.এফ.) অব্যাহত রাখা এবং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ	• সচিবালয় • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• কমিউনিটিভিত্তিক দক্ষ ধাত্রী তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এর আওতা সম্প্রসারণ	• পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর • সেবা পরিদপ্তর

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
	• গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবপূর্ব সেবা, জরুরি প্রসূতি সেবা এবং প্রসবোত্তরকালীন কার্যক্রম সম্প্রসারণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• ই.এস.ডি. (এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি) জোরদারকরণ • আই.এম.সি.আই. (ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব চাইল্ডহুড ইলনেস) সুবিধার আওতা সম্প্রসারণ এবং স্কুল স্বাস্থ্য সেবা চালুকরণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
২. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্হ্যের উন্নয়ন	• জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়ন • পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম মাঠকর্মীদের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের দোর গোড়ায় সম্প্রসারণ • জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রি ক্রয়, সংরক্ষণ, বিতরণ ও মজুদ নিশ্চিতকরণ • দীর্ঘ মেয়াদি এবং স্থায়ী প্রকৃতির জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা • পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের নিম্নহার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমন্বিত কর্মসূচি জোরদারকরণ	• পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• কিশোরীদের উপযোগী বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৩. সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্হ্য সেবার মান উন্নয়ন	• কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনা	• সচিবালয় • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনাসমূহের সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং নতুন স্থাপনা নির্মাণ	• নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (সি.এম.এম.ইউ.)
	• বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের নার্সিং সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা	• সেবা পরিদপ্তর
	• প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	• পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ জোরদার করার লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি খাতে স্বাস্থ্য সুবিধাদি সম্প্রসারণসহ অনুদান প্রদান	• সচিবালয়

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
৪. বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	• জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা পরিচালনা ও সম্প্রসারণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • সেবা পরিদপ্তর
	• ট্রমা সেন্টারে দুর্ঘটনাজনিত রোগীদের জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৫. সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলাবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন আবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ	• জাতীয় এইডস/এস.টি.ডি. কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ এইচ.আই.ভি./এইডস নিয়ন্ত্রণে অতি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম জোরদারকরণ • আর্সেনিকসহ কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সেবা প্রদান	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উদ্ভূত নতুন রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যক্রম গ্রহণ • ধূমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার রোধে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	• সচিবালয় • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৬. নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যের মান নির্ধারণ ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ	• বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং এনজিও-র সহায়তায় পুষ্টি সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা • গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও শিশুদের সম্পূরক খাবারের আওতায় আনা	• সচিবালয়
	• নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যের মান নির্ধারণে গণসচেতনতা বৃদ্ধি • কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম জোরদারকরণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশুর পুষ্টি মান নিশ্চিত করা	• সচিবালয় • স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	• ভিটামিন-এ ক্যাপসুল, আয়রন বড়ি ও কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ • মাতৃদুগ্ধ পানে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

কৌশলগত মধ্যমেয়াদি উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা
৭. ঔষধ সেক্টরের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সুলভ মূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	• জাতীয় ঔষধনীতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন • সুলভ মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ • ঔষধ সেক্টরের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ • মানসম্মত ঔষধ উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	• ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর
৮. স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি	• কিশোর-কিশোরী এবং যুব নারী-পুরুষের উপযোগী প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা	• পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• স্কুল পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	• বিদ্যমান এবং নতুন আবির্ভূত রোগ ব্যাধিসহ স্বাস্থ্য বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক তথ্যভিত্তিক প্রচারণা এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
৯. সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান	• সরকারি স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিকল্প স্বাস্থ্য সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
	• হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা এবং ভেষজ ঔষধের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর
১০. চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্হাপনার উন্নয়ন	• স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্হাপনা গড়ে তোলা	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
	• স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্হাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
১১. স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন	• চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স ও টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য জনবলের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর • সেবা পরিদপ্তর • নিপোর্ট
	• স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা	• নিপোর্ট
	• চিকিৎসা শিক্ষায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ অভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা কারিকুলামের প্রচলন	• স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৩. দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্য

৩.১ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নের উপর কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহের প্রভাব

৩.১.১ মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ এ্যাসেনশিয়াল সার্ভিসেস ডেলিভারি'র (ই.এস.ডি.) আওতায় ইপিআই, এআরআই, আইএমসিআই এবং শিশু ও মাতৃকল্যাণ কেন্দ্রের এমসিএইচ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস পাবে। মাতৃ কল্যাণ কেন্দ্রের এমসিএইচ কার্যক্রমের মাধ্যমে মাতৃ স্বাস্হ্যের উন্নতিসহ মাতৃ মৃত্যু হ্রাস পাবে। এছাড়াও গরীব ও নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলাদের MfKvjxb I M‡fvËi সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোট ৪৫টি উপজেলায় গর্ভবর্তী মহিলাকে মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীমের আওতায় আনা হবে। ফলে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র মা ও শিশুর স্বাস্থ্যের উন্নয়ন হবে এবং ভবিষ্যৎ কর্মক্ষম মানবসম্পদ তৈরি হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ ম্যাটারনাল হেলথ সার্ভিসেস ও মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীমের মাধ্যমে মহিলাদের বিশেষতঃ গর্ভবর্তী এবং স্তন্যদানকারী মায়েদের পুষ্টির উন্নতিসাধন হবে। এ সকল কার্যক্রম নারীদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিধায় নারী স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটবে।

৩.১.২ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্হ্যের উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে নারী ও পুরুষ উদ্বুদ্ধ হবে এবং পরিবার ছোট রাখতে অনুপ্রাণিত হবে। ফলে পারিবারিক খরচ হ্রাস পাবে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান, বিদ্যমান শিশু ও মাতৃ কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সরবরাহ, মাঠকর্মীদের ডোর-টু-ডোর ভিজিট, চাহিদা অনুযায়ী উপযোগী প্রজনন স্বাস্হ্যসেবা প্রদান নারী ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যের উন্নতির সহায়ক হবে। এসব কার্যক্রমের ফলে মহিলারা বিশেষ করে গরীব মহিলারা সঠিক সময়ে সন্তান ধারণ সম্পর্কে সচেতন হবেন। এর ফলে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত হবে। সুস্থ ও কর্মক্ষম নারী ও কিশোরীরা অধিক হারে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হবেন।

৩.১.৩ সাধারণ স্বাস্হ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্হ্য সেবার মান উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম বিশেষ করে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্হ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণের ফলে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ ও নারী-পুরুষ ভেদে জনগণের স্বাস্হ্যের উন্নয়ন ঘটবে। উক্ত সুস্থ ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী অধিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়ে দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বাস্হ্য সেবা প্রদানের ফলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র বয়োজ্যেষ্ঠদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ সাধারণ স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ হলে গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, যা নারী উন্নয়নে সহায়ক হবে। তাদের স্বাস্হ্য ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস পাবে এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততা বাড়বে। বয়োজ্যেষ্ঠ নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে তাদের স্বাস্হ্য উন্নয়নে কার্যক্রম নেয়ায় বয়স্ক নারীদের স্বাস্হ্য সুরক্ষা হবে।

৩.১.৪ বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহের নির্মাণ ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিশেষায়িত রোগের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের স্বাস্হ্যসেবা লাভের সুযোগ আরো বাড়বে, যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্হ্য উন্নয়নেও সহায়ক হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষায়িত স্বাস্হ্য সেবা পরিচালনা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমসমূহের আওতায় নারীর স্বাস্হ্যসেবা লাভের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত হবে।

৩.১.৫ সংক্রামক ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন আবির্ভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ জাতীয় এইডস/এসটিডি কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান, ঔষধপত্র সরবরাহ ও সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রমের মাধ্যমে ধর্ম, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংক্রামক ব্যাধি ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধের আওতায় আনা হবে। ফলশ্রুতিতে স্বাস্থ্য সেবা লাভে দরিদ্রদের সুযোগ বাড়বে এবং স্বাস্হ্যের উন্নতি হবে। এছাড়া দরিদ্র যৌনকর্মীরাও এ সেবার আওতায় আসবে। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকিও হ্রাস পাবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ এইডস/এস.টি.ডি.সহ সংক্রামক ব্যাধি ও অন্যান্য রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় নারীর সেবা লাভের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি ও ক্ষতি হ্রাস পাবে। বিশেষতঃ নারী যৌনকর্মীরা অধিক সংখ্যায় এ সেবার আওতায় আসবে। সংক্রামক ও অন্যান্য ব্যাধিতে নারীদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি বিধায় নারীরা তুলনামূলকভাবে অধিক উপকৃত হবে।

৩.১.৬ নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যের মান নির্ধারণ ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ বর্তমানে ১০৯টি উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম, এলাকাভিত্তিক পুষ্টি কার্যক্রম, এন.জি.ও.দের অংশগ্রহনের মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে মা ও শিশুদের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। আরও ৫৩ টি উপজেলায় জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রমের পরিধি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ফলে আরো অধিক শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের পুষ্টিকর খাবার প্রদান করা সম্ভব হবে। ফলে ধর্ম, বর্ণ নারী-পুরুষ ভেদে দরিদ্র জনগোষ্ঠী পুষ্টি সেবার আওতায় আসবে এবং কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হবে। খাদ্যমান নির্ধারণসহ ভেজাল খাদ্যের বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী-পুরুষ ভেদে সুস্থ ও সবল জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য রক্ষায় বাড়তি ব্যয় রোধ হবে এবং সুস্থ থাকায় অধিক উপার্জন নিশ্চিত হবে, যা দারিদ্র্য নিরসনে প্রভাব ফেলবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ পুষ্টি সংক্রান্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে নারীদেরকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে এবং তাঁরা অধিক মাত্রায় ঘরে ও বাইরে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ফলে কর্মক্ষমতা ও আয় বৃদ্ধি পাবে। নিরাপদ ও সঠিক মানের খাদ্য গ্রহণ করায় নারী স্বাস্হ্য সুরক্ষিত হবে। সুস্থ ও কর্মক্ষম নারী অধিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হতে পারবে। ফলে নারীর কর্মদক্ষতা, আয় এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এ কার্যক্রম থেকে অধিক সংখ্যক নারী ও কন্যা শিশু উপকৃত হবে।

৩.১.৭ ঔষধ সেক্টরের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সুলভমূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ ঔষধ তৈরির কাঁচামাল ও মানসম্মত ঔষধ তৈরির যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, জনবল (নারী ও পুরুষ) প্রশিক্ষণ এবং জাতীয় ঔষধনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঔষধের মান বৃদ্ধি পাবে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধের সরবরাহ বাড়বে। উপযুক্ত মূল্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ মানসম্পন্ন ঔষধ ক্রয়ে সমর্থ হবে এবং অর্থের সাশ্রয় হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ ঔষধ সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহের ফলে অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সাথে নারীদেরও ঔষধ প্রাপ্যতাজনিত সমস্যা কমবে। ঔষধের মান বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রুত

আরোগ্য লাভের মাধ্যমে নারী স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে ও ঝুঁকি হ্রাস পাবে। সুস্থ নারী অধিক আয় উপার্জনক্ষম হবে।

৩.১.৮ স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও সংরক্ষণে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ স্বাস্হ্য শিক্ষা কার্যক্রম প্রচারের ফলে হতদরিদ্র নারী ও পুরুষ জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্হ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। সুস্হ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সৃষ্টি হবে এবং চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পাবে। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী অধিক উপার্জনে সহায়ক। আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম কিশোরী ও নারীদের মৃত্যু ঝুঁকি হ্রাস করবে। সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কিশোরী ও নারীর স্বাস্হ্য সুরক্ষিত হবে। ফলশ্রুতিতে সুস্থ থাকায় অধিক উপার্জনক্ষম নারীর সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রবাহে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে।

৩.১.৯ সাধারণ চিকিৎসার পাশাপাশি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি এবং মানসম্পন্ন বিকল্প চিকিৎসা কার্যক্রমের মাধ্যমে হোমিও, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক ও দেশীয় গ্রহণযোগ্য চিকিৎসা পদ্ধতির মান উন্নয়ন হবে এবং তা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দরিদ্র জনগোষ্ঠীসহ সবার কাছে সহজলভ্য হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ সুলভে ও সহজে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি নারীরা সহজে গ্রহণ করতে পারবে। ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমবে এবং একটি উপার্জনক্ষম নারীগোষ্ঠী সৃষ্টি হবে।

৩.১.১০ চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের **উপর প্রভাবঃ** যত্রতত্র পড়ে থাকা চিকিৎসা বর্জ্য পরিবেশের জন্য হুমকিস্বরূপ। বিশেষ করে নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যের জন্য এটি একটি বিরাট সমস্যা। চিকিৎসা বর্জ্য পরিবেশ বিনষ্ট করে এবং দ্রুত সংক্রমিত হয়ে রোগ-ব্যাধি ছড়ায় বিধায় সহজে দরিদ্র নারী ও পুরুষ আক্রান্ত হয়। একটি সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রতিবেশকে উন্নত করবে। ফলে নিম্ন আয়ের নারী ও পুরুষের আবাসস্থল এবং সংলগ্ন পরিবেশ অধিক সুরক্ষিত হবে। তাঁরা তুলনামূলকভাবে কম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যয় হ্রাস পাবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ রোগ-জীবানু মুক্ত পরিবেশ নারীর জন্যও স্বাস্থ্য বান্ধব। নারীরা রোগ-জীবানু মুক্ত পরিবেশে থাকার কারণে অধিক সুস্থ থাকবে এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডে তাঁদের আরও অধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।

৩.১.১১ স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসনের উপর প্রভাবঃ প্রশিক্ষিত জনবল মানসম্পন্ন চিকিৎসা সেবা প্রদান করবে। যদিও এ কার্যক্রম সরাসরি দারিদ্র্য নিরসনে লক্ষ্যভিত্তিক নয়, তথাপি সার্বিকভাবে চিকিৎসা সেবার মান বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল জাতিসত্তার দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে।

নারী উন্নয়নের উপর প্রভাবঃ প্রশিক্ষিত জনবলের দ্বারা স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধির ফলে নারীদের উন্নত চিকিৎসা প্রাপ্তি সহজ হবে। ফলে তাঁদের ভোগান্তি দূর হবে এবং দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে।

৩.২ দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত বরাদ্দ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১০-১১	প্রক্ষেপণ ২০১১-১২	প্রক্ষেপণ ২০১২-১৩
দারিদ্র্য নিরসন	২৭৮৫,৮৫,৮৬	৩০৫৪,৭১,৯৮	৩৪৮৯,৩৬,০০
নারী উন্নয়ন	১২৮৭,০০,৮৪	১৪১৯,৬২,৯৭	১৬২৫,৯৬,৬৮

৪. অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচিসমূহ

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচি	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. **কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানঃ** সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেয়া এবং স্বাস্থ্য সেবা পরিচালনায় কমিউনিটির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নির্মিত সকল কমিউনিটি ক্লিনিক পুনরায় চালু এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নির্মাণ করার ব্যবস্হা গৃহীত হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্হ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করতে এ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • নিরাপদ খাদ্য, খাদ্যের মান নির্ধারণ ও পুষ্টি নিশ্চিতকরণ • সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন
২. **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনাঃ** পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিশু মৃত্যুর হার, মাতৃ মৃত্যুর হার, টিএফআর কমিয়ে এবং প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহারের হার বৃদ্ধি করে দেশের জনসংখ্যা কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে আসা বর্তমান সরকারের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্হ্যের উন্নয়ন অন্যতম প্রধান শর্ত বিধায় এ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন
৩. **হাসপাতালভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানঃ** জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালসমূহের অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় জনবল পদায়নের মাধ্যমে এ হাসপাতালসমূহে সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। সুষ্ঠু রেফারেল পদ্ধতি কার্যকর করার মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হবে। উল্লিখিত কার্যক্রম গ্রহণের ফলে সাধারণ জনগণ উন্নত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সুযোগ পাবে বিধায় এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন • সংক্রামক ব্যাধি ও অসংক্রামক ব্যাধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন আর্বিভূত রোগ নিয়ন্ত্রণ • সাধারণ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন

অগ্রাধিকার খাত/কর্মসূচি	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
৪. **বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানঃ** সাধারণ ও রেফারেল পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণের জটিল ও গুরুতর রোগের অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতালের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে। ফলে উন্নত দেশের প্রতিষ্ঠিত বিশেষায়িত সেবা স্বল্প খরচে এদেশে প্রদান করা সম্ভব হবে। এতে করে জনগণ বিপুল পরিমাণ শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতি হতে রক্ষা পাবে এবং দেশ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করতে সক্ষম হবে। জনসাধারণের বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা লাভের সুযোগ আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যেই এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
৫. **চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনাঃ** চিকিৎসক, নার্স ও প্যারামেডিক্সদের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা এবং চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উপযোগী একটি দক্ষ স্বাস্হ্য সেবা কর্মী বাহিনী গড়ে তোলা হবে। একটি উন্নত ও প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে জনগণের উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে এ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন
৬. **মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধিঃ** আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন, সুলভমূল্যে জনগণের কাছে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সরবরাহ ও বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় ঔষধ নীতি যুগোপযোগী করা হচ্ছে। ঔষধ খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও উৎপাদিত ঔষধ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধি করা সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এ খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।	• ঔষধ সেক্টরের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সুলভমূল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ

প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicator)

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৮-০৯	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
							২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. শিশু মৃত্যু হার	১, ৬	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	45	৫২	৪৫	৪৫	৪২	৩৯	৩৬
২. মাতৃ মৃত্যুহার	১, ২, ৬	প্রতি হাজার জীবিত জন্মে	2.06	২.৯০	২.৭৫	২.৬৫	২.৫৬	২.১০	১.৮০
৩. দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসব	১, ২	প্রতি একশত প্রসবের ক্ষেত্রে	30	১৮	২৬	৩০	৩৮	৪৩	৪৫
৪. মোট প্রজনন হার (টি.এফ.আর.)	২, ৮	প্রতি একশতে	2.6	২.৭	২.৬	২.৫	২.৪	২.৩	২.২
৫. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	২, ৮	প্রতি একশতে	1.40	১.৪৩	১.৪০	১.৪০	১.৩৫	১.২৭	১.২০
৬. শিশুদের ৫ বছরের নিচে অপুষ্টি	৬	প্রতি একশতে	43	৪৪	৪২	৪০	৩৮	৩৫	৩৩

৫. অধিদপ্তর/সংস্থার সাম্প্রতিক অর্জন, প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং ফলাফল

৫.১ সচিবালয়

৫.১.১ সাম্প্রতিক অর্জন ঃ বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের ভিত্তিতে ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণভাবে চালু হয়েছে। ৩৫টি উপজেলায় মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম চালু করে গরীব, দুঃস্থ ও জটিল গর্ভবতী মহিলাদের উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করতে Comprehensive Long Term Human Resource মাস্টার প্ল্যান (২০১০-২০৪০) প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ইউজার ফি আহরণ নীতিমালা, এডহকভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগ এবং জ্যৈষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে নার্স নিয়োগের নীতিমালা ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি হালনাগাদ করা হয়েছে, যা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।

ডিজিটাল হেলথ কর্মসূচির আওতায় দেশের মেডিকেল কলেজ ও বিশেষায়িত হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল, উপজেলা হাসপাতাল এবং স্বাস্হ্য বিভাগের অফিসসমূহে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। স্হানীয় জনগণ যাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্হ্য পরামর্শ নিতে পারে সে জন্য দেশের সকল উপজেলা স্বাস্হ্য কমপ্লেক্সে একটি করে মোবাইল ফোন দেওয়া হয়েছে।

৫.১.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম (ডিএসএফ) অব্যাহত রাখা এবং এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ	• ৪৫টি উপজেলায় দরিদ্র পরিবারের গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপদ প্রসবের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান	১
২. কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনা	• ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন ও এগুলোর সেবা কার্যক্রম চালানোর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছানো • গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	৩
৩. পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ জোরদার করার লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি খাতে স্বাস্হ্য সুবিধাদি সম্প্রসারণসহ অনুদান প্রদান	• ১টি স্বায়ত্তশাসিত এবং ১টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সুবিধা সম্প্রসারণ • ৪৬টি বেসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানকে নিয়মিত অনুদান প্রদান	৩
৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উদ্ভূত নতুন রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যক্রম গ্রহণ	• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট রোগের প্রাদুর্ভাব রোধ	৫
৫. ধুমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার রোধে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	• জনবল প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা • তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রচারণা বৃদ্ধি	৫

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
৬. কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম জোরদারকরণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশুর পুষ্টিমান নিশ্চিত করা	• ৪ কোটি ৫০ লক্ষ জনকে পুষ্টি সেবা প্রদান • জনগণের মাঝে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি • পুষ্টি কার্যক্রমে কমিউনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি • ১৭২টি উপজেলার জনগোষ্ঠীকে পুষ্টি সেবা প্রদান	৬
৭. গর্ভবতী মহিলা, প্রসূতি মা ও শিশুদের সম্পূরক খাবারের আওতায় আনা	• কার্যক্রম এলাকায় সম্পূরক খাবার বিতরণ • ২.০৫ লক্ষ সুবিধাভোগী কর্তৃক সম্পূরক খাবার গ্রহণ সহজীকরণ	৬
৮. বিভিন্ন গণমাধ্যম এবং এনজিওদের সহায়তায় পুষ্টি সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা	• জনগণের মাঝে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধি	৬
৯. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যের মান নির্ধারণে গণসচেতনতা বৃদ্ধি	• নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্যের মান সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধি	৬

৫.১.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. চরম পুষ্টিহীনতা হ্রাস	প্রতি হাজারে	৯	৮	৮	৭	<৬	<৫

৫.১.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট 2009-10	সংশোধিত 2009-10	প্রাক্কলন 2010-11	প্রক্ষেপণ	
				2011-12	2012-13
অনুন্নয়ন	৯৯২,০৯,৬৮	৯১২,৮০,৮২	৯০০,৮৭,৪০	৮৬৯,৪৩,৪১	৯০১,৬৯,০৬
উন্নয়ন	১৪৬,৮০,০০	১৮৪,৬৪,০০	৬১৪,১৯,০০	৪২৪১,৮৭,২২	৫০৬৯,৪৭,৫৯
মোট	১১৩৮,৮৯,৬৮	১০৯৭,৪৪,৮২	১৫১৫,০৬,৪০	৫১১১,৩০,৬৩	৫৯৭১,১৬,৬৫

৫.১.৫ অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
১। সচিবালয়	১-৯
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. রিভাইটালাইজেশন অব কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ (প্রকল্প)	২
২. জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প (এন.এন.পি) (প্রকল্প)	৬

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
৩. ইমপ্রুভড হেলথ ফর পুওর হেলথ নিউট্রিশন এন্ড পপুলেশন রিসার্চ প্রকল্প (O.P., H.N.P.S.P.)	১, ২, ৬
৪. সেক্টর ওয়াইড ম্যানেজমেন্ট (O.P., H.N.P.S.P.)	১-৯
৫. ইমপ্রুভড ফিন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট (O.P., H.N.P.S.P.)	
৬. হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট (O.P., H.N.P.S.P.)	
৭. স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট (O.P., H.N.P.S.P.)	
৮. পলিসি রিফর্ম (O.P., H.N.P.S.P.)	
৯. ইমপ্রুভিং ফুড সেফটি, কোয়ালিটি এন্ড ফুড কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ (প্রকল্প)	৯
১০. আপগ্রেডিং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি (বি.এস.এম.এম.ইউ.) ইনটু সেন্টার ফর এক্সিলেন্স (২য় পর্যায়)	৩
১১. এস্টাবলিশমেন্ট অব ই.এন.টি. এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার হসপিটাল এন্ড ইন্‌স্টিটিউট	৪
১২. এভিয়েন ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্স ইন বাংলাদেশ	৫
অননুমোদিত/সম্ভাব্য প্রকল্প	
১. স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (৩য় পর্যায়)	১-৯
২. এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু হসপিটাল, শেরেবাংলানগর, ঢাকা	৩

৫.২ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৫.২.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** ১৮টি জেলা হাসপাতালে অতিরিক্ত ৮৭৫টি শয্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। দেশের ১৩৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা রয়েছে। অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত পল্লীর জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মধ্যে ১০,৭২৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক সম্পূর্ণভাবে চালু হয়েছে। ইপিআই কভারেজের ক্ষেত্রে বর্তমানে সবগুলো টিকা প্রাপ্তির হার এক বছরের কম বয়সী শিশুদের ৭৫.২% এ এবং তা দুই বছরের কম বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে ৯২% এ উন্নীত হয়েছে।

৩৫টি উপজেলায় মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম চালু করা হয়েছে। ভাউচারপ্রাপ্ত গরীব, দুঃস্থ ও জটিল গর্ভবতী মহিলাদের উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট বার্ণ ইউনিটকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হচ্ছে। জাতীয় ক্যান্সার ইন্‌স্টিটিউটকে ৫০ শয্যা হতে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণের মাধ্যমে সেবা, গবেষণা ও শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারি পর্যায়ে আরও ৭টি ইন্‌স্টিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্থাপনের ব্যবস্হা করা হয়েছে। ১৩৩টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে উপজেলা পর্যায়ে মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য দ্রুত প্রাপ্তির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটকে ডাইনামিক ওয়েব পোর্টালে পরিবর্তন করা হয়েছে।

৫.২.২ প্রধানকার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ	• নবজাতকের মৃত্যুহার ৩২ থেকে ২৬-এ হ্রাস • শিশু মৃত্যুহার ৫২ থেকে ৩২-এ হ্রাস • শিশু (৫ বছরের নিচে) মৃত্যুহার	১

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
	(প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ৬৫ থেকে ৪৫-এ হ্রাস	
২. গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মাতৃ স্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম (ডি.এস.এফ.) অব্যাহত রাখা এবং এর কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	• গরীব ও দুঃস্থ গর্ভবতী মহিলাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সেবা প্রদান	১
৩. গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবপূর্ব সেবা, জরুরি প্রসূতি সেবা এবং প্রসবোত্তরকালীন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	• প্রসব পূর্ববতী সেবার হার ৫০% থেকে ৭৭% এ উন্নীত • দক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে প্রসব ১৮% থেকে ৪৫%-এ উন্নীত • নারী-বান্ধব হাসপাতাল বৃদ্ধি • স্থুল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে) ৮ এ স্থিতিশীল রাখা • প্রসব পরবর্তী সেবা ৩০% থেকে ৫৫%-এ উন্নীত	১
৪. ই.এস.ডি. (এসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি) জোরদারকরণ	• মাতৃ মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে) ২.৭৫ থেকে ১.৮০ এ হ্রাসসহ গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি	১
৫. আই.এম.সি.আই. (ইনটিগ্রেটেড ম্যানেজমেন্ট অব চাইল্ডহুড ইলনেস) সুবিধার আওতা সম্প্রসারণ এবং স্কুল স্বাস্হ্য সেবা চালুকরণ	• সামগ্রিকভাবে নবজাতক ও শিশুর মৃত্যু হার হ্রাসের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৩২ ও ২০ (প্রতি হাজারে) অর্জন • স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাস্থ্য সেবা বৃদ্ধি • স্কুল ছাত্রীদের টিটি গ্রহণকারীর আওতায় আনা	১
৬. কিশোরীদের উপযোগী বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্হ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে জ্ঞানদানের ফলে বিশেষত কিশোরীদের অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণের হার হ্রাস	২
৭. কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনা	• ১৩,৫০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালুর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবার বিস্তৃতি ঘটানো	৩
৮. ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	• সহজে ঔষধ প্রাপ্তিসহ স্বাস্থ্য সেবার সার্বিক মান বৃদ্ধি	৩
৯. প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ	• প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত	৩
১০. জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ	• সকল জেলা হাসপাতালকে	৪

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা	স্ট্রাকচারাল রেফারেল সিস্টেমের আওতায় আনা	
১১. বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা পরিচালনা ও সম্প্রসারণ	• জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে বিশেষায়িত প্রকৃতির চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য ইউনিট খোলা	৪
১২. ট্রমা সেন্টারে দুর্ঘটনাজনিত রোগীদের জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান	• দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুহার হ্রাস • তাৎক্ষণিক জরুরি সেবা প্রদান	৪
১৩. জাতীয় এইডস/এস.টি.ডি. কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ এইচ.আই.ভি./এইডস নিয়ন্ত্রণে অতি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে লক্ষ্যভিত্তিক কার্যক্রম জোরদারকরণ	• অতি ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণে এনে এ রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো	৫
১৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উদ্ভূত নতুন রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের কার্যক্রম গ্রহণ	• জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উদ্ভূত রোগ নিরসনে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা	৫
১৫. আর্সেনিকসহ কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, ডেঙ্গু ইত্যাদি রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সেবা প্রদান	• আর্সেনিকজনিত রোগের বিস্তার হ্রাস • যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিতকরণের হার ৬১% হতে ৯০% এ উন্নীত • যক্ষ্মা রোগ নিরাময়ের হার ৯৫% বজায় রাখা • কুষ্ঠ রোগের হার (প্রতি দশ হাজারে) ৩.৮% হতে জেলা পর্যায়ে ১% এর নিচে হ্রাস • ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর হার ৫০% এ হ্রাস • ফাইলেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব ৩০% এ হ্রাস	৫
১৬. ধূমপান ও অন্যান্য তামাকজাত দ্রব্যাদি ব্যবহার রোধে কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	• জনবল প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রচারণার ফলে তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যাদির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ	৫
১৭. নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ ও খাদ্যের মান নির্ধারণে গণসচেতনতা বৃদ্ধি	• বিজ্ঞাপন, ফিচার ফিল্ম ও টিভিসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করায় নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি	৬
১৮. কমিউনিটি নিউট্রিশন প্রোগ্রাম জোরদারকরণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারী, পুরুষ ও শিশুর পুষ্টি	• পুষ্টি কার্যক্রমে কমিউনিটির অংশগ্রহণ বৃদ্ধি	৬

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
মান নিশ্চিত করা	• অধিক সংখ্যক নারী-পুরুষ ও শিশুর পুষ্টিমান নিশ্চিত করা • জনগণের স্বাস্থ্য মান বৃদ্ধি	
১৯. ভিটামিন-এ ক্যাপসুল, আয়রণ বড়ি ও কৃমিনাশক বড়ি বিতরণ	• ৫ বছরের নীচের শতকরা ৯৮ জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল ও কৃমিনাশক বড়ি খাওয়ানো • গর্ভবতী মা এবং দুগ্ধদানকারী মা'দের রাতকানা রোগের হার যথাক্রমে ২.৯% এবং ২.৭% হতে ১% এবং ১% এর নিচে হ্রাস	৬
২০. মাতৃদুগ্ধ পানে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• ৬ মাস পর্যন্ত শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানোর বর্তমান হার ৪২% থেকে আরও বৃদ্ধি • মা কর্তৃক শিশুকে শালদুধ খাওয়ানোর বর্তমান হার ৯২% থেকে ১০০% এ উন্নীত	৬
২১. স্কুল পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্তকরণ	• দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য বিষয়ক পাঠ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি	৮
২২. বিদ্যমান এবং নতুন আবির্ভূত রোগ ব্যাধিসহ স্বাস্হ্য বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক তথ্যভিত্তিক প্রচারণা এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনা	• ওয়ার্কসপ/সেমিনার/পরিচিতিমূলক সভা আয়োজনের ফলে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি • বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে স্বাস্থ্য বার্তা জনসাধারণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি • বিজ্ঞাপন প্রচার ও বিল বোর্ড স্থাপনের ফলে স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি	৮
২৩. সরকারি স্বাস্হ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে বিকল্প স্বাস্হ্য সেবা সুবিধার সম্প্রসারণ	• সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতালে ইউনানি, আর্য়ুবেদ ও হোমিওপ্যাথি ডিগ্রিপ্রাপ্ত একজন করে প্রতিটিতে ৩জন চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান	৯
২৪. হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা এবং ভেষজ ঔষধের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	• হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান উন্নয়ন	৯

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
২৫. স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্হাপনা গড়ে তোলা	• সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের পরিবেশ উন্নয়ন • উপজেলা পর্যায়ের ১৩৩টি হাসপাতালে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	১০
২৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্হাপনা কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ	• স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি	১০
২৭. চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স ও টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য জনবলের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	• চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য জনবলের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি • অধিক সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন প্যারামেডিক্স ও টেকনোলজিস্ট সৃষ্টি • জনগণকে মানসম্পন্ন চিকিৎসা প্রদান	১১
২৮. চিকিৎসা শিক্ষায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ অভিন্ন চিকিৎসা শিক্ষা কারিক্যুলামের প্রচলন	• চিকিৎসা শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মান উন্নয়ন • সমন্বিত চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত	১১

৫.২.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. নতুন চিকিৎসক নিয়োগ	সংখ্যা	১,৫১৮	১,৫১৮	১,০৪১	৫,০২২	৩০৩	৫০০
২. রোগী ও চিকিৎসকের অনুপাত	সংখ্যা	২,৯০০:১	২,৯০০:১	২,৮৫০:১	২,৮০০:১	২,৮০০:১	২,৮০০:১
৩. চিকিৎসকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৭০০	৮০০	৮০০	১,৫০০	১,৭০০	২,০০০
৪. টেকনোলজিস্ট নিয়োগ	সংখ্যা	৭০০	৩৭০	৩৭০	৪০০	৩০০	৪০০
৫. হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি (জেলা ও তদূর্ধ্ব)	সংখ্যা	১,৫৩০	১,৫৩০	২,৫০০	১,২০০	২,৫০০	৮৭৫
৬. জরুরী প্রসূতি সেবা (ই.ও.সি.) গ্রহণের হার (ঝুঁকিপূর্ণ জনসংখ্যা)	প্রতি একশত গর্ভবর্তী মায়ের ক্ষেত্রে	৪০	৫০	৫৫	৭০	৭৫	৭৫

৫.২.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট 2009-10	সংশোধিত 2009-10	প্রাক্কলন 2010-11	প্রক্ষেপণ	
				2011-12	2012-13
অনুন্নয়ন	৯২,০৩,৪৫	১০৭,৪৪,২০	১২১,৫০,৩১	১৩৩,০১,৯৭	১৪৫,৫৩,৩০
উন্নয়ন	০	০	৩,০৭,০০	০	০
মোট	৯২,০৩,৪৫	১০৭,৪৪,২০	১২৪,৫৭,৩১	১৩৩,০১,৯৭	১৪৫,৫৩,৩০

৫.২.৫ অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
1| ¯v¯¨ Awa`ßi	১-২৮
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. এসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারি (ই.এস.ডি.)	৪
২. কমিনিউকেবল ডিজিজ কন্টোল	১০, ১৪, ১৫
৩. টি.বি. এন্ড লেপ্রোসি কন্ট্রোল	১৫
৪. হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রোমোশন	৫, ৬, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২
৫. ইমপ্রুভড হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট	৬, ১০, ২৫
৬. অলটারনেটিভ মেডিকেল কেয়ার	২৩, ২৪
৭. পাবলিক হেলথ ইন্টারভেনশন এন্ড নন কমিনিউকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল	১৪, ১৫
৮. প্রি-সার্ভিস এডুকেশন, ডি.জি.এইচ.এস.	২৭
৯. ইন-সার্ভিস ট্রেনিং	
১০. প্রকিউরমেন্ট লজিস্টিক এন্ড সাপ্লাইজ ম্যানেজমেন্ট	৮
১১. রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট (হেলথ)	২৭
১২. এমআইএস (হেলথ)	
১৩. কোয়ালিটি এ্যাসুরেন্স	
১৪. সেক্টর-ওয়াইড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট	
১৫. হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট	
১৬. ইমপ্রুভড ফাইন্যানসিয়াল ম্যানেজমেন্ট	
১৭. মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট সাপ্লিমেন্টেশন	১৮, ১৯, ২০
১৮. ন্যাশনাল আই কেয়ার	১০, ১১
১৯. ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্প	
২০. ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার ইন্সটিটিউটকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্প	১০, ১১, ১৬
২১. ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেস স্থাপন প্রকল্প	১০, ১১
২২. ঢাকা ফুলবাড়িয়ায় সরকারি কর্মচারিদের জন্য ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি আধুনিক হাসপাতাল স্থাপন	
২৩. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	
২৪. ন্যাশনাল এইডস/এস.টি.ডি. প্রোগ্রাম এন্ড সেইফ ব্লাড ট্রান্সফিউশন	১৩
২৫. জাতীয় ইনএনটি ইন্সটিটিউট স্থাপন প্রকল্প	১০, ১১
২৬. সার্ভিলেন্স এন্ড রেসপন্স টু এ্যাভিয়েন এন্ড প্যান্ডেমিক ইনফ্লুয়েঞ্জা ইন বাংলাদেশ	১১, ১৪, ১৫

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অননুমোদিত কর্মসূচি/প্রকল্প	
১. ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব মেডিকেল ল্যাবরেটরী এন্ড রেফারেল সেন্টার স্থাপন প্রকল্প	১০, ১১
২. বেগম ফজিলাতুনন্নেসা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট, গোপালগঞ্জ	
৩. জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর পিতা শেখ লুৎফর রহমান ৫০ শয্যা বিশিষ্ট ডেন্টাল কলেজ স্থাপন, গোপালগঞ্জ	
৪. এক্সটেনশন অব ঢাকা শিশু (চিলড্রেন) হসপিটাল, শেরেবাংলানগর, ঢাকা	৫
৫. কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ	১০, ২৭
৬. চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিউনেটাল ইউনিট স্থাপন প্রকল্প	৫, ১০, ১১
৭. ন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব ডাইজেস্টিভ ডিজিজেজ এন্ড রিসার্চ	১১
সম্ভাব্য কর্মসূচি/প্রকল্প	
১. বাংলাদেশ ইন্‌স্টিটিউট অব ফিজিওথেরাপি স্হাপন প্রকল্প	১১

৫.৩ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

৫.৩.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ ১৩ লক্ষ ৬১ হাজার দম্পতিকে কনডম, দম্পতিদেরকে ৩১ কোটি ৪ হাজার খাবার বড়ি, ৩৫ লক্ষ ৮৮ হাজার দম্পতিকে ইনজেকটেবলস এবং ৭ লক্ষ ২৮ হাজার দম্পতিকে আই.ইউ.ডি. সরবরাহ করা হয়েছে। তাছাড়া, ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার দম্পতিকে ইমপ্ল্যান্ট পড়ানো হয়েছে। ১১ হাজার মহিলা এবং ১৫ হাজার পুরুষকে স্থায়ী পদ্ধতির আওতায় আনা হয়েছে। স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলার তুলনায় পুরুষের অংশগ্রহণ দেড়গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রজনন (সিপিআর) সামগ্রি ব্যবহারের হার ৫৫ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

৫.৩.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত মধ্য মেয়াদি উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. সম্প্রসারিত টিকা দান কর্মসূচি অব্যাহত রাখা এবং কর্মসূচির আওতা সম্প্রসারণ	• শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং নবজাতক ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস ও প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি	১
২. গর্ভবতী মহিলা ও প্রসূতি মায়েদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কীম (ডিএসএফ) অব্যাহত রাখা এবং এর কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	• দরিদ্র ও নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলাদেরকে প্রসব সংক্রান্ত সুচিকিৎসার আওতায় আনা এবং অপচিকিৎসার হাত থেকে রক্ষা	১
৩. কমিউনিটিভিত্তিক দক্ষ ধাত্রী তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এর আওতা সম্প্রসারণ	• প্রশিক্ষিত জনবল/দক্ষ ধাত্রী তৈরির মাধ্যমে গর্ভবতী মহিলাদের গর্ভকালীন ও মানসম্মত প্রসব সেবা প্রদান	১
৪. গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব পূর্ব সেবা, জরুরী প্রসূতি সেবা এবং প্রসবোত্তরকালীন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	• গর্ভবতী মহিলাদের প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা প্রদান/গ্রহণের মাধ্যমে তাঁদের অসুস্থতার হার কমিয়ে আনা এবং মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস	১

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
৫. জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়ন	• সীমিত সম্পদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পিত জনসংখ্যা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	২
৬. পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম মাঠকর্মীদের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের দোরগোড়ায় সম্প্রসারণ	• পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে সিপিআর বাড়ানো এবং টি.এফ.আর. কমিয়ে আনা	২
৭. জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রি ক্রয়, সংরক্ষণ, বিতরণ ও মজুদ নিশ্চিতকরণ	• সারা দেশে পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীদের নিকট সময়মত প্রয়োজন অনুযায়ী এম.এস.আর. ও জন্ম নিরোধক সামগ্রি পৌঁছানো • জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রির অপূরণকৃত চাহিদা কমিয়ে আনা	২
৮. দীর্ঘমেয়াদি এবং স্থায়ী প্রকৃতির জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালনা	• টি.এফ.আর. এবং ড্রপআউট হ্রাস	২
৯. পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের নিম্নহার সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমন্বিত কর্মসূচি জোরদারকরণ	• নিম্ন অগ্রগতি সম্পন্ন এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহীতার হার বৃদ্ধি	২
১০. কিশোরীদের উপযোগী বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• প্রজনন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি	২
১১. কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম পরিচালনা	• সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা পৌঁছানো	৩
১২. ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	• পরিবার পরিকল্পনা সেবার মান বৃদ্ধিসহ ঔষধ প্রাপ্তি	৩
১৩. জেলা হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ এবং বিশেষায়িত হাসপাতালসমূহে রেফারেল পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা	• হাসপাতালসমূহে কার্যকর স্টাকচারাল রেফারেল সিস্টেম চালু	৪
১৪. ভিটামিন-এ ক্যাপসুল, আয়রন বড়ি ও ক্রিমিনাশক বড়ি বিতরণ	• গর্ভবতী মহিলা ও কিশোর কিশোরীদের রক্ত স্বল্পতা/শূন্যতা হ্রাস এবং শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন	৬
১৫. মাতৃদুগ্ধ পানে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা	• শিশু জন্মের পর শাল দুধ খাওয়ানোর পাশাপাশি ৬ মাস পর্যন্ত শুধু মাতৃদুগ্ধ পানের বিষয়ে মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি	৬

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
	• শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন	
১৬. কিশোর-কিশোরী এবং যুব নারী-পুরুষের উপযোগী সাধারণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা	• যুব নারী-পুরুষ ও কিশোর কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক জ্ঞান লাভের মাধ্যমে সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন	৮
১৭. বিদ্যমান এবং নতুন আবির্ভূত রোগ ব্যাধিসহ স্বাস্হ্য বিষয়ক গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক তথ্যভিত্তিক প্রচারণা এবং কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রম পরিচালনা	• মা, শিশু ও বয়ঃসন্ধিকালীন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন	৮
১৮. স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা	• কার্যকর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মেডিকেল বর্জ্য অপসারণ ও ধ্বংস • ব্যবহার অযোগ্য মেডিকেল সামগ্রি পুনরায় ব্যবহার না করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি	১০

৫.৩.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত* ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। প্রজনন সামগ্রি ব্যবহারের হার (সিপিআর)	শতকরা হার	৬০	৬৫	৬৫	৭২	৭২.৫	৭৩
২। জরুরি প্রসূতি সেবা (ইওসি) সেবা গ্রহণের হার	শতকরা হার	৩০	৩১	৩১	৩৮	৪২	৪৬
৩। প্রসব পূর্ববর্তী সেবা	শতকরা হার	৫২	৫৪	৫৪	৬০	৬৩	৬৬
৪। প্রসব পরবর্তী সেবা	শতকরা হার	২২	২৪	২৪	৩০	৩৩	৩৬

*সূত্র: বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে (বিডিএইচএস)-২০০৭

৫.৩.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট 2009-10	সংশোধিত 2009-10	প্রাক্কলন 2010-11	প্রক্ষেপণ	
				2011-12	2012-13
অনুন্নয়ন	১৭,৮৭,৩৬	১৯,৪২,৮৭	৬৫,৭৭,৬২	৮৭,৮৫,১৬	৯৯,০৪,৯৭
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	১৭,৮৭,৩৬	১৯,৪২,৮৭	৬৫,৭৭,৬২	৮৭,৮৫,১৬	৯৯,০৪,৯৭

৫.৩.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট (অনুন্নয়ন)	
১। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	১-১৮
১. ফ্যামিলি প্লানিং ফিল্ড সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম	৪, ৫, ১০
২. ফ্যামিলি প্লানিং ক্লিনিক্যাল কন্ট্রাসেপশন সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম	৪, ৫, ১১
৩. ম্যাটারন্যাল, চাইল্ড এ্যান্ড রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রোগ্রাম	১, ৪, ৫, ১১
৪. প্রোকিউরমেন্ট, স্টোরেজ এ্যান্ড সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট	৭, ১২
৫. ইনফরমেশন, এডুকেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন (আই.ই.সি.)	৩, ৮, ১০, ১৫
৬. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এম.আই.এস) সার্ভিসেস এ্যান্ড পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট	৩, ৫, ৯, ১৭
৭. সেক্টর-ওয়াইড প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট	৫
৮. হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, প্লানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট	৩
৯. ইমপ্রুভড ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট	৫, ৭, ১২
১০. এস্টাবলিস্টমেন্ট অব মেটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এম.সি.এইচ.টি.আই.) লালকুটি, মিরপুর, ঢাকা	৩

৫.৪ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (সি.এম.এম.ইউ.)

৫.৪.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** ৬০টি মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রকে (M.C.W.C.) ১০ শয্যা হতে ২০ শয্যায়, ১৯৮ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ৩১ শয্যা হতে ৫০ শয্যায়, ০৬টি ৫০ শয্যার জেলা হাসপাতালকে ১০০ শয্যায়, ০৮টি ১০০ শয্যার জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায়, কুমিল্লার ২৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ৫০০ শয্যায় এবং ময়মনসিংহ ৫০০ শয্যার হাসপাতালকে ১০০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। ৪৫১টি ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র , ২৫টি এফডব্লিউসি, ১৫টি ২০ শয্যার হাসপাতাল, ০৯টি ৩১ শয্যার নতুন উপজেলা কমপ্লেক্স, ০৫টি ট্রমা সেন্টার, ৫টি নতুন মেডিকেল কলেজ, ০২টি ১০০ শয্যার ডায়াবেটিক হাসপাতাল, মহাখালীতে ০১টি এ্যাজমা সেন্টার, মিরপুরে ২০০ শয্যার ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতাল, খুলনায় ২৫০ শয্যার শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, ঢাকা শ্যামলীতে ২৫০ শয্যার টিবি হাসপাতাল, চট্টগ্রামের ফৌজদারহাটে ১টি ট্রপিক্যাল হাসপাতাল, ঢাকার খিলগাঁও এ ৫০০ শয্যার ১টি জেনারেল হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ০৩টি মেডিকেল কলেজে I.C.U. & Casuality Unit, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২০০ শয্যার মহিলা হোস্টেল, ২০টি জেলা হাসপাতালে ডক্টরস কোয়ার্টার, ০৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্নী ডক্টরস হোস্টেল, ০১টি F.W.V.T.I., ৪টি I.H.T., ১টি নার্সিং কলেজ, ৩০টি উপজেলা স্টোরের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আধুনিকীকরণের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ০৪টি মেডিকেল এসিসটেন্ট ট্রেনিং স্কুলকে (M.A.Ts) মেডিকেল এসিসটেন্ট ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (M.A.T.I.) উন্নীতকরণ এবং বিদ্যমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালসমূহের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মেরামত ও সংস্কার কাজের আওতায় ৪,৩৮৯টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মেরামত ও সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৫.৪.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের ফলাফল	কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. বিদ্যমান স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ স্থাপনাসমূহের সম্প্রসারণ ও মেরামত এবং নতুন স্থাপনা নির্মাণ	• বিদ্যামান হাসপাতালসমূহের দৈনন্দিন, রুটিন ও পিরিওডিক্যাল মেরামত ও সংস্কার কাজ • হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি • নতুন হাসপাতাল নির্মাণ	৩

৫.৪.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত* ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে নতুন ক্লিনিক ও হাসপাতাল নির্মাণ	সংখ্যা	৫৮২	১৬৪	১৫০	২৮	৬৫	৮০
২. বিদ্যমান হাসপাতালসমূহে অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ	সংখ্যা	২৪৮	১৩৬	১১০	৩২	৫০	৬৫
৩. নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন	সংখ্যা	-	০২	০১	০২	০২	-
৪. জেনারেল হাসপাতাল, ডায়াবেটিক হাসপাতাল, I.H.T., নার্সিং ট্রেনিং ইন্সটিটিউট/ কলেজ, M.A.T.I. এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য স্থাপনা নির্মাণ	সংখ্যা	০৬	০৭	০৫	০৩	০১	-

৫.৪.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট 2009-10	সংশোধিত 2009-10	প্রাক্কলন 2010-11	প্রক্ষেপণ	
				2011-12	2012-13
অনুন্নয়ন	২৩৪,০৭,৭৫	১৮৪,৩০,৩০	১৬০,৫৭,১১	২৮৩,২৩,৩৪	৩১৯,২৮,১৭
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	২৩৪,০৭,৭৫	১৮৪,৩০,৩০	১৬০,৫৭,১১	২৮৩,২৩,৩৪	৩১৯,২৮,১৭

৫.৪.৫ অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
অনুমোদিত প্রকল্প	
১। নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (সিএমএমইউ)	১
২। ফিজিক্যাল ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপমেন্ট (O.P., H.N.P.S.P.)	১

৫.৫ ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর

৫.৫.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর অধিদপ্তরে উন্নীত হয়েছে। জাতীয় ঔষধ নীতি-২০০৫ সংশোধন/হালনাগাদ করা হয়েছে। ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ-১৯৮২ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে।

ঔষধের আইন কানুন (ড্রাগ এ্যাক্ট-১৯৪০, ড্রাগ রুলস ১৯৪৫, ১৯৪৬, ড্রাগ অর্ডিনেন্স ১৯৮২ এর সংশোধনীসমূহ এবং ঔষধ নীতি-২০০৫) সম্বলিত পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে। Essential Drug List বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সর্বশেষ Model List অনুসরণে হালনাগাদ করা হয়েছে। ঔষধ শিল্পে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রবর্তিত জিএমপি গাইড লাইন অনুসরণে Inspection Check List মুদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়েছে। ঔষধের যৌক্তিক ব্যবহারের (rational use of drug) উদ্দেশ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোস্টার, ADR Form, Code of Pharmaceutical Marketing মুদ্রণ/পুনঃ মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে। ঔষধ শিল্পে কর্মরত অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট ও কেমিস্টদের জিএমপি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৫.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. জাতীয় ঔষধনীতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	• ঔষধ সেক্টরে গতিশীলতা বৃদ্ধি	৭
২. সুলভ মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ	• প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সহজে প্রাপ্তি	৭
৩. ঔষধ সেক্টরের উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ	• ঔষধ উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণে দক্ষতা বৃদ্ধি	৭
৪. মানসম্পন্ন ঔষধ উৎপাদন, আমদানি-রপ্তানি, সংরক্ষণ, সরবরাহ ও বিপণন ব্যবস্হা নিশ্চিতকরণ	• লাইসেন্সবিহীন ঔষধের প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যায়ক্রমে আইনের আওতায় আনয়ন • ঔষধ সংরক্ষণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ • বহিঃ বিশ্বে বাংলাদেশের মানসম্পন্ন ঔষধের বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধি	৭
৫. হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা এবং ভেষজ ঔষধের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ	• ভেষজ ঔষধের মানসম্মত ঔষধ উৎপাদন ও বিপণন নিশ্চিতকরণ	৯

৫.৫.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১. নতুন প্রোডাক্ট রেজিস্ট্রেশন (এ্যালোপ্যাথিক, ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক ও হার্বাল)	সংখ্যা	১,২০০	১,৫০০	১,৪৫০	২,০০০	২,৫০০	৩,০০০
২. উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান	সংখ্যা	৫	৭	৬	১০	১২	১৫
৩. খুচরা বিক্রয় লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন	সংখ্যা	৪৪,৫০০	৪৫,০০০	৪৫,৫০০	৪৬,০০০	৪৬,৫০০	৪৭,০০০
৪. ঔষধের নমুনা প্রেরণ	সংখ্যা	৩,৯৫৪	৫,০০০	৫,০০০	৬,০০০	৭,৫০০	৯,০০০
৫. ঔষধ উৎপাদন ও বিক্রয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন	সংখ্যা (হাজারে)	২৮.৩২	৩৫.০০	৩৫.০০	৪০.০০	৪৫.০০	৫০.০০
৬. ঔষধ উৎপাদন	মিলিয়ন টাকা	৬১,৬৪৬	৭০,০০০	৭০,০০০	৮০,০০০	৯৫,০০০	১,১০,০০০
৭. ঔষধ রপ্তানি	মিলিয়ন টাকা	৩,২৭৭	৪,০০০	২,৩৪৭	৫,০০০	৫,৫০০	৬,০০০
৮. ঔষধ আমদানি	মিলিয়ন টাকা	১০,৮৭১	২,৩০০	২,৮২৪	২,২০০	২,১০০	২,০০০

৫.৫.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট 2009-10	সংশোধিত 2009-10	প্রাক্কলন 2010-11	প্রক্ষেপণ 2011-12	প্রক্ষেপণ 2012-13
অনুন্নয়ন	৪,১৮,০৫	৪,৪৯,৭৮	৮,২৫,৪৭	৯,৮০,৮০	১০,২৩,৯৩
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	৪,১৮,০৫	৪,৪৯,৭৮	৮,২৫,৪৭	৯,৮০,৮০	১০,২৩,৯৩

৫.৫.৫ অপারেশনাল ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
১। ঔষধ প্রশাসন পরিদপ্তর	১-৫
অনুমোদিত প্রকল্প	
১। স্ট্রেংদেনিং অব ড্রাগ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট, OP	১, ২, ৩, ৪, ৫
অননুমোদিত প্রকল্প	
১। জাতীয় ড্রাগ ল্যাবরেটরি স্থাপন	৩, ৪

৫.৬ জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট (নিপোর্ট)

৫.৬.১ সাম্প্রতিক অর্জনঃ ২০০৯-১০ অর্থবছরে জেলা, উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ের ৮,২৪৫ জন ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক, প্যারামেডিকস্‌ ও মাঠকর্মীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২৫টি গবেষণা/সার্ভে/মূল্যায়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০টি প্রতিবেদন/ডিসেমিনেশন উপকরণ প্রকাশ ও ১১টি কর্মশালা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে-২০০৭ এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এবং এর ফলাফল জাতীয় ও বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মাঝে ডিসেমিনেট করা হয়েছে।

৫.৬.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রমসমূহ	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স ও টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য জনবলের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	• বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন মেয়াদে ৪৬,০২৫ জন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক, কর্মকর্তা, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিক্স ও মাঠকর্মী প্রশিক্ষণ প্রদান • ৪৫টি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম/প্রশিক্ষণ উপকরণের আধুনিকায়ন	১১
২. স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা	• ৬৭টি গবেষণা/সার্ভে/মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা • ১২৫টি প্রতিবেদন/ডিসেমিনেশন উপকরণ ও কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন	১১

৫.৬.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। মৌলিক ও পুনঃপ্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	জন	৮,৩৮৫	১২,৭৮৪	৯,৯৮৭	৯,৬৮০	১৩,১৭৯	১৩,১৭৯
২। কারিকুলাম ও প্রশিক্ষণ উপকরণ	সংখ্যা	৮	৭	১৫	৮	১২	১০
৩। গবেষণা/সার্ভে/মূল্যায়ন	সংখ্যা	২৫	১৯	১৭	১৫	১৫	২০
৪। কর্মশালা/সেমিনার/রিসার্চ ব্রিফ/ বিবলিওগ্রাফি	সংখ্যা	৩১	৪৮	৩০	৩০	৩০	৩৫

৫.৬.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট 2009-10	সংশোধিত 2009-10	প্রাক্কলন 2010-11	প্রক্ষেপণ	
				2011-12	2012-13
অনুন্নয়ন	১৪,২১,৫২	১৫,০৮,১২	১৮,৯৪,৫৬	১৯,৭৭,৬৬	২২,২৯,৩৬
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	১৪,২১,৫২	১৫,০৮,১২	১৮,৯৪,৫৬	১৯,৭৭,৬৬	২২,২৯,৩৬

৫.৬.৫ সংশ্লিষ্ট অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
১। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্‌স্টিটিউট (নিপোর্ট)	১, ২
অনুমোদিত প্রকল্প	
১. ট্রেনিং, রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট	১, ২
২. সাপোর্ট ফর পলিসি প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেনটেশন রিসার্চ ফর পপুলেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট	১, ২

৫.৭ সেবা পরিদপ্তর

৫.৭.১ **সাম্প্রতিক অর্জনঃ** সেবা পরিদপ্তরের অধীন নতুন নির্মাণকৃত ১১টি নার্সিং ইন্‌স্টিটিউটে মোট ৩৩০জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। সেবা ইন্‌স্টিটিউটসমূহে প্রতি বছর ১৮৬০ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিপ্লোমা ইন নার্সিং, ৪টি বেসিক নার্সিং কলেজে ৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী বিএসসি ইন নার্সিং, ১টি পোস্ট বেসিক নার্সিং কলেজে ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রীর অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ৪টি বিভাগীয় কন্টিনিউইং এডুকেশন সেন্টার ও ২টি পল্লী নার্সিং ট্রেনিং সেন্টারে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মরত সেবক-সেবিকাদের বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন ৪টি নার্সিং ইন্‌স্টিটিউটকে বেসিক নার্সিং কলেজে রূপান্তর করায় মোট ৪০০ জন ছাত্র-ছাত্রী বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বগুড়া ও চট্টগ্রামের ফোজদারহাটে ২টি নার্সিং কলেজ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে নিয়োগকৃত ৪০০০ জন নার্সকে রাজস্ব খাতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে।

৫.৭.২ প্রধান কার্যক্রমসমূহ, কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল এবং কৌশলগত উদ্দেশ্য

প্রধান কার্যক্রম	কার্যক্রমের সম্ভাব্য ফলাফল	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য
১. কমিউনিটিভিত্তিক দক্ষ ধাত্রী তৈরির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ এর আওতা সম্প্রসারণ	• ২,৫০০ জনকে নিয়োগ প্রদান	১
২. বিভিন্ন হাসপাতালে রোগীদের নার্সিং সেবা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা	• চিকিৎসক নার্সের অনুপাত ১:০.৫০ থেকে ১:০.৭৫ এ বৃদ্ধি	৩
৩. বিভিন্ন পর্যায়ে বিদ্যমান বিশেষায়িত স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা পরিচালনা ও সম্প্রসারণ	• নার্সদের দক্ষতা বৃদ্ধি	৪
৪. চিকিৎসক, নার্স, প্যারামেডিক্স ও টেকনোলজিস্টসহ অন্যান্য জনবলের চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান	• ২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১১

৫.৭.৩ কার্যক্রমের ফলাফল নির্দেশক এবং লক্ষ্যমাত্রা

ফলাফল নির্দেশক	পরিমাপের একক	প্রকৃত ২০০৮-০৯	লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ২০০৯-১০	মধ্যমেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা		
					২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩
১। রূপান্তরিত নার্সিং কলেজ	সংখ্যা	৪	৩	৩	৩	৬	১০
২। নার্সিং ইনস্টিটিউট নির্মাণ	সংখ্যা	৮	৪	৩	২	৪	৪
৩। ডিপ্লোমা নার্সিং ছাত্র-ছাত্রী	সংখ্যা	১,৩৫০	১,৮৬০	১,৮৬০	১,৯৬০	২,০২০	২,১৬০
৪। বি.এস-সি. ইন নার্সিং ছাত্র-ছাত্রী	সংখ্যা	৪০০	৪০০	৪০০	১,০৭৫	১,৬৭৫	২,৬৭৫
৫। মিটওয়াইফারী ছাত্র-ছাত্রী	সংখ্যা	১৫০	২৫০	২৫০	৩০০	৩৫০	৪৫০

৫.৭.৪ বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

বিবরণ	বাজেট 2009-10	সংশোধিত 2009-10	প্রাক্কলন 2010-11	প্রক্ষেপণ	
				2011-12	2012-13
অনুন্নয়ন	২৬,৫২,৫৭	২৬,৫৯,৩৪	৩১,০০,৩০	৩৬,৪১,৭৩	৪০,২৩,১৫
উন্নয়ন	০	০	০	০	০
মোট	২৬,৫২,৫৭	২৬,৫৯,৩৪	৩১,০০,৩০	৩৬,৪১,৭৩	৪০,২৩,১৫

৫.৭.৫ অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের তালিকা

অপারেশন ইউনিট/কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	সংশ্লিষ্ট প্রধান কার্যক্রম
অপারেশন ইউনিট	
১। সেবা পরিদপ্তর	১-৪
২। নার্সিং শিক্ষা ও সার্ভিসেস প্রোগ্রাম (O.P., H.N.P.S.P.)	১, ২, ৩, ৪
৩। ৫টি নার্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	৪